Dept of Philosophy
Class - Sem IV (2018 - 2020)
Course - 405

Applied Philosophy

Lecture - 2

পরিবেশ নৈতিকতা

সমকালীন বিশ্বে পরিবেশ ভাবনা বিষয়ে পৃথিবী-ব্যাপী যে আলোচনা শুরু হয়েছে সে প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্নটি হল মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে আদৌ কোন নৈতিক সম্পর্ক আছে বা থাকা সম্ভব কি না — কারণ 'নৈতিকতা' বা 'morality' বা 'ethics' এর ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে ~~মানুষ~~ সমাজবদ্ধ মানুষকে কেন্দ্র করে, মানুষের প্রয়োজনে বা স্বার্থে এবং মানুষের দ্বারা। সেক্ষেত্রে পরিবেশের মূল্য শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়াই স্বাভাবিক, পরিবেশের জন্য পরিবেশের মূল্য বা আন্তর সার্থভাবে বর্তমান পরিবেশের স্বতঃমূল্যের ধারণা সেক্ষেত্রে নেহাতই কল্পনা বা কষ্টকল্পনা বলে বোধ হয়।

পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে একমাত্র মানুষেরই নৈতিক মর্যাদা আছে বা আন্তর সার্থভাবে ~~কেবল~~ কেবল মানুষই নিরপেক্ষ ভাবে নৈতিক বিবেচনার যোগ্য। অর্থাৎ যে মানতে বিশ্বপ্রকৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাইবেলের Old Testament এ পরম ঈশ্বর বলেছেন — "মানুষকে দেবতার প্রতিরূপেই তৈরী করা হোক এবং এই মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক সমুদ্রের মৎস্য ও পৃথিবী জীবজন্তুর উপর এবং আকাশচারী বিহঙ্গকুলের উপর, মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক সমগ্র পৃথিবীর উপর এবং যা কিছু পৃথিবীতে চলমান তাদের উপর।" সৃষ্টি করার পরে ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করেন

বলেছিল — "তুমি বীজ অতএব তুমি সন্তান হও, বংশবিস্তার কর, পৃথিবীকে পূর্ণ কর এবং পৃথিবীকে শাসন প্রবৃত্তি দমন কর, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল ও বৃক্ষ পশুপক্ষীর উপর তোমার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক।"

("And God said, let us make man in our image, after our likeness: and let them have domination over the fish of the sea, and over the foul of the air, and over the cattle, and over all the earch, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

So God created man in his own image, in the image of God created He him: male and female created He them.

And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have domain over the fish

of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the air.") The Holy Bible, Oxford University Press, Oxford, PP-1-2

অতএব মানুষের মধ্যে যে এই ঈশ্বরীয় বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্বার্থপরতা, প্রয়োজন চিন্তা করার প্রবণতা ও আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা সঞ্চারিত করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

গ্রীক সোফিস্ট প্রোটাগোরাসের বক্তব্য অনুসারে - "Man is the measure of all things" অর্থাৎ মানুষই সবকিছুর নির্ণায়ক বা নিয়ামক, এক্ষেত্রে প্রকৃতিগত প্রভুত্বের ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে যে মানুষের প্রয়োজনের বা স্বার্থের নিরিখেই অন্য যাবতীয় বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হবে। Aristotle ও প্রকৃতিকে এমনই একটি স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা বা পরম্পরা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে যুক্তিবিচারের সামর্থ্য যাদের বেশী তাদের প্রতি কম যুক্তি-সামর্থ্যের অধিকারীরা বশ্যতাযুক্ত হবে-

এমনটাই বক্তব্য।—

সুতরাং মূল কথা হল, বুদ্ধিবৃত্তি থেকে শ্রেষ্ঠ বিশেষ সামর্থ্য যা মানুষকে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু তথা অনুন্নত মানুষকে ভোগ করার এবং তার উপর আধিপত্য তথা শোষণ কায়েম করার অধিকার দিয়েছে। অতএব পরিবেশ বা প্রকৃতির কোন স্বতঃমূল্য নেই, শুধুমাত্র তার উপযোগমূল্যই বর্তমান। মানুষের সাথে এ পরিবেশের সম্পর্ক ভোগ্য - ভোক্তার তথা আধিপত্যের বা প্রভুত্বের - সে কারণে - শুধু প্রয়োজনের তাগিদে নয়, বহু সময় আরাম-উপভোগ বা বিনোদনের জন্যেও প্রকৃতিকে মানুষ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে চলেছে।

যদিও এ প্রসঙ্গে আবশ্যিক ভাবে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে কিন্তু পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে একজাতীয় সখ্যতা ও আত্মীয়তার বন্ধন সুপ্রাচীন কাল থেকেই পরিলক্ষিত তথা স্বীকৃত হয়েছে। যেমন বেদের অথর্ব সংহিতায় পৃথিবীসূক্তে পৃথিবীকে 'মা' রূপে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

"মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ"
(১২।১।১২)

নির্দ্বিধায় সেজন্য স্বীকার করা হয়েছে

"ভূমে মাতর্নিধেহি মা ভদ্রয়া
(১২।১।৬৩) সুপ্রতিষ্ঠিতম্।"

অর্থাৎ আমাদের কল্যাণ এই বসুন্ধরা পৃথিবীতেই
নিহিত। বৈদিকযুগ উপনিষদেও বৃক্ষ, নদী, গাছ,
পাথরকে দেবতার প্রতীকরূপে উপাসনার রীতি
লক্ষ্য করা যায়। মনুসংহিতাতেও দেখা যায়
বাঁধ কেটে বা অন্য উপায়ে বহমান নদীর
স্রোতকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া কিংবা বাঁধের
সাহায্যে ঐ স্রোতরুদ্ধ করাকে গর্হিত আচরণ
বলা হয়েছে ও সেই অপরাধীকে নির্বাসন
রূপে পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে।
অতএব ভারতবর্ষে পরিবেশ সচেতনতা বা
পরিবেশ সভ্যতা সেই বৈদিক যুগ
থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত কারণ বৈদিক ঋষি
তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞার আলোকে উপলব্ধি
করেছিলেন যে প্রকৃতির সদৃশ রূপে শুধু
মানুষের কল্যাণ কামনা করে সমগ্র বিশ্বের
প্রতিটি অণুপরমাণুর জন্য শান্তি কামনা
করা প্রয়োজন কারণ পরিবেশের শান্তি,
সুরক্ষিত থাকার মধ্যে দিয়ে মানুষের
কল্যাণও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠবে।